জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্প ও অস্থায়ী আবাসনের অগ্রগতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

তারিখ: ১২ জানুয়ারি, ২০২৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আসসালামু আলাইকুম।

প্রিয় সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,
আপনাদের সকলকে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্প ও অস্থায়ী আবাসনের অগ্রগতি নিয়ে বর্তমান প্রশাসনের কার্যক্রম তুলে ধরার জন্যই আজকের এই আয়োজন।

প্রিয় সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,
শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সাথে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ একমত। তবে এই সমস্যাগুলো সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনের ন্যূনতম সংশ্লিষ্টতা নেই। জবি ২য় ক্যাম্পাস প্রকল্পের এখন যা-কিছু তার সবই বর্তমান কর্তৃপক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। তারপরও দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে বর্তমান কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলোমেলো, দুর্নীতিতে জর্জরিত এই প্রকল্পকে সঠিক পথে এনে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আর সেটি করতে গিয়ে, প্রতি পদে পদে বহুবিদ সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যা মোটেও সহজসাধ্য নয়, অধিকন্তু এটি সময়সাপেক্ষ। তারপরও, এই প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে চলমান রয়েছে।

২। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

- জবি ২য় ক্যাম্পাস প্রকল্পটি গত ০৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের পত্র মারফত আর মেয়াদ বাড়ানো হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তীতে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে তা ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং তৎকালীন সিনিয়র সচিব (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) ড. শেখ আব্দুর রশিদ সাহেবের অবদান জবি কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।
- জবি ২য় ক্যাম্পাস প্রকল্পের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় এবং মিডিয়াতেও ব্যাপক নেতিবাচক রিপোর্ট হয়। প্রকল্পের সকল ক্ষেত্রে অযোগ্যতা-অদক্ষতা থাকায় মেয়াদ বাড়ানোর সময় প্রকল্পের অসামঞ্জস্যতা দূর না করা পর্যন্ত অর্থ ছাড় বন্ধ থাকবে বলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে, যাতে এই নিষেধাজ্ঞাটি শীঘ্রই প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়।

৩। প্রকল্প পরিচালক (পিডি)নিয়োগ

- প্রকল্প পরিচালক (পিডি)-এর জন্য কোনো বেতন নির্ধারিত না থাকায় সরাসরি চুক্তিভিত্তিক (জরুরি বিধায়) পিডি নিয়োগ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে, পরিচালক (পরিকল্পনা) নিয়োগ দিয়ে তাঁকে পিডির দায়িত্ব দেয়া যায়। সেক্ষেত্রে ইউজিসি থেকে চুক্তিভিত্তিক পরিচালক (পরিকল্পনা) নিয়োগ দেয়ার অনুমতি প্রয়োজন। এই অনুমতি চেয়ে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ ইউজিসি-তে পত্র দেয়া হয়, যার উত্তর পাওয়া যায় গত ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে। যেখানে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অনুমতি দেয়া হয় নি। বরং নিয়মিত প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিতে বলে জানানো হয়, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, জবি রেজিস্ট্রারসহ প্রতিনিধি দল সশরীরে ইউজিসি-তে যায় এবং বিষয়টি নিয়ে কথা বলে। তবে সন্তোষজনক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
- তৎকালীন পিডি'র অপসারণ শিক্ষার্থীদের দাবি থাকায় এবং তার পারফরম্যান্স অসন্তোষজনক হওয়ায় এবং সম্প্রতি তিনি অব্যাহতি নেয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে পিডি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পিডির জন্য কোন বেতন নির্ধারিত না থাকায় এবং ইউজিসি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অনুমতি না দেয়ায় এর কোনো বিকল্প ছিলো না। তদুপরি প্রকল্পের কাজ চলমান রাখতে হলে একজন পিডি অবশ্যই দরকার।

৪। প্রকল্প সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর

- জবি'র বর্তমান কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেয়ার শুরু থেকেই ২য় ক্যাম্পাস প্রকল্পের কাজ সেনাবাহিনীর হাতে হস্তান্তর করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তা অনেকবার প্রকাশ্যে ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শুরু থেকেই কীভাবে একটি সম্পূর্ণ এলোমেলো, দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত প্রকল্পকে সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা যায় তার উপায় খুঁজতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নিরলসভাবে যোগাযোগ করা হয়। জানা যায় যে, এজন্য ইউজিসি-কে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে হবে। জবি কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে ইউইজসি-কে চিঠি দিয়েছে, যা এখন সেখান থেকে মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। জবি কর্তৃপক্ষ তা নিয়মিত মনিটরিং করছে। জবি কর্তৃপক্ষ যেহেতু প্রকল্প সেনাবহিনীকে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে এবং বিষয়টি অব্যাহতভাবে মনিটরিং করছে তাই এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার সুযোগ নেই।

৫। ভূমি অধিগ্রহণ

- জবি ২য় ক্যাম্পাসের যে ১১.৪ একর জমি এখনো অধিগ্রহণ হয়নি তা একেবারে শেষ পর্যায়ে আছে। এই জমির মূল্য প্রায় ৬৬ কোটি টাকা যার মধ্যে ৫৫ কোটি টাকা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। আর পত্র পাওয়ার পরপরই বাকি প্রায় ১১ কোটি টাকা ছাড় করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। সেটি অনুমোদন হলেই অর্থ প্রদান করা হবে এবং জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

৬। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

- আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জবি ২য় ক্যাম্পাস প্রকল্পের সকল কাজ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ও অদক্ষতায় জর্জরিত। যে কারণে অর্থ ছাড় বন্ধ থাকায় সকল কাজ আপাতত থমকে আছে। অর্থ ছাড়ের এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে চিঠি পাঠিয়েছে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। আজকেও এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, খুব শীঘ্রই অর্থ ছাড়ের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে এবং পুরোদমে সকল কাজ শুরু হবে।
  উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করে মাননীয় সচিব, শিক্ষামন্ত্রণালয় বরাবর গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- জবি ২য় ক্যাম্পাস প্রকল্পের আওতাধীন "প্রকৌশল ভবন" নির্মানে পাইলিং কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এবং কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কোন পদ্ধতিতে আবার এই ভবনের কাজ চালু করা যাবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় বা কাজ আদৌ শুরু করা সম্ভব কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। এ পরিস্থিতিতে, বর্তমান কর্তৃপক্ষ ভবন নির্মানে বিচ্যুতি হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে কতটা, এবং এই বিচ্যুতি সংশোধনে কি পদক্ষেপ নিতে হবে তা বুয়েট কর্তৃক নিরূপণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কাজ এখন মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে। এই রিপোর্ট পেলে যথাযথভাবে এই ভবনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
- দ্বিতীয় প্রকল্পে সংঘটিত সকল দুর্নীতি কি পরিমাণ হয়েছে তার গভীরতা ও ব্যাপ্তির বিবেচনায় অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা না থাকায় সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্তে ইতোমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য ইউজিসিকে গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। **অস্থায়ী আবাসন:** জবি শিক্ষার্থীদের আবাসন বলতে গেলে জীবন-মরন সমস্যা! একটি মাত্র ছাত্রী হল (সেটিও নানা সমস্যায় জর্জরিত) ছাড়া এই সমস্যার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর পর থেকে কোনো কার্যকর উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে এই সমস্যা সমাধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং সম্ভাব্য সকল পথে অবলম্বন করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও পাওয়া গেছে।

- বাসা ভাড়া করে অস্থায়ী আবাসিক হল তৈরির জন্য জবি টিম ঢাকা শহরের বিভিন্ন যায়গায় ব্যাপক খোঁজাখুজি করে। কিন্তু আবাসিক হল করার উপযুক্ত ভবন যেমন খুঁজে পাওয়া যায়না, তেমনি দু-একটা আংশিক উপযুক্ত পেলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাড়া দিতে সম্মত হয় না। অবশেষে ব্যাপক খোঁজাখুজির পর আল্লাহর রহমতে অত্যন্ত সুবিধাজনক জায়গা "রিভারভিউ" এলাকায় একটি নির্মানাধীন উপযুক্ত ভবনের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে আনুমানিক ৭০০ শিক্ষার্থীর আবাসন হবে। প্রখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের" সহযোগিতায় উক্ত বাসাটি ভাড়া নেয়ার বিষয়টি

যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কার্যকর সহযোগিতা করার জন্য জবি আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

- জবি'র নিজস্ব সাত একর জমিতে অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য জমি বালু ভরাট কাজ চলছে। কাজ কিছু এগুনোর পর জবি ২য় ক্যাম্পাসের অর্থ ছাড় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপাততো বন্ধ আছে। অর্থ ছাড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালু ভরাট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে সেখানে অস্থায়ী আবাসন করার পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আছে।
- শহীদ হাবিবুর রহমান হল ও বাণী ভবন এই দু'টি হলের জায়গায় স্থায়ী ভবন নির্মাণের অনুমতি চেয়েও পাওয়া যায়নি; অস্থায়ী ভবন নির্মানের অনুমতি পাওয়া গেছে। ডিসি অফিসের টিমের সাথে আলোচনা করে ঐ জায়গায় বহুতল স্টিল স্ট্রাকচার ভবন (অস্থায়ী হিসেবে) নির্মাণ করার অনুমতি চাইলে রাজউক-এর অনুমতি নেয়ার নিমিত্তে অনলাইনে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু অনলাইনে আবেদন করতে হলে যেসব ডকোমেন্টের প্রয়োজন (যেমন- মালিকানার রেকর্ড, খাজনার রশিদ ইত্যাদি) সেগুলোর প্রায় কোনটি আমাদের না থাকায় আবেদন সম্ভব নয়। ম্যানুয়ালী আবেদন করার বিষয়ে খোঁজ নিলেও ডকোমেন্ট ছাড়া সম্ভব নয় বলে জানা যায়।
- গত ডিসেম্বরে একটা প্রোগ্রামে চীন দূতাবাসের কর্মকর্তারা জবিতে এলে তাঁদেরকে আমাদের ২য় ক্যাম্পাসে অনুদানে হল তৈরি করে দেয়ার মৌখিক প্রস্তাব দিলে তাঁরা আগ্রহ সহকারে সরকারের মাধ্যমে আবেদন করার পরামর্শ দেয়। সে অনুযায়ী আবেদনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।
- গত ডিসেম্বরে একটা প্রোগ্রামে ইরান দূতাবাসের কর্মকর্তারা জবিতে এলে তাঁদের সাথে জবি ২য় ক্যাম্পসে অনুদানে হল তৈরি করে দেয়ার মৌখিক প্রস্তাব দেয়া হলে তাঁরা বিষয়টি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, হলের বিষয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে যারা হল ব্যবস্থাপনার দেখাশোনা করছেন, তারাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সময় সময় এসব বিষয় নিয়ে উপাচার্যের নিকট থেকে অবহিত হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,

সার্বিক বিবেচনায় অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান জবি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ ১৯ বছরের অচলায়তন ভাঙতে সকল ক্ষেত্রে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতিও অর্জন করেছে। এসকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরও কার্যকর অবদান রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো সাফল্য দৃশ্যমান হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই মিশনে জবি কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতো শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। সব পক্ষের সহযোগিতায় আমরা এই সংকট দ্রুত সমাধান করতে পারবো বলে আশাবাদী।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

12/01/2025

(মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম)
পরিচালক
জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা